দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 SEP 1987
পৃষ্ঠা ... ৬

ইংরেজী ভাষা অবহেলা আত্মঘাতী হবেঃপ্রতিপক্ষ ভাবনা

মুহাম্মদ আবদুর রহমান তরফদার

তিনি শিক্ষাবিদ শুধু নন, প্রবীণ শিক্ষাবিদ। তিনি তার প্রবীণ অভিজ্ঞতার আলোকে সরকারের কাছে,— 'ইংরেজী ভাষা পূর্ব পাকিস্তানে কোর্ট-কাচারীতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে স্থান পেয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশেও এখনও যেন তেমনি স্থান পায়" বলে ইংরেজীর পক্ষে উকালতি করেছেন।

গত ২৩-৮-৮৭ইং তথা ৬-৫-৯৪বাং তারিখে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা 'শিক্ষা ও বিজ্ঞান' বিভাগে 'ইংরেজী ভাষা অবহেলা আত্মঘাতী হবে' শিরোনামে জনাব পাটোয়ারীর প্রবন্ধে লেখক একস্থানে বলেছেন,— 'রবীন্দ্রনাথের নাটকে বা গীতিনাট্যে যে পরিবেশ বিষয়বস্তু বা আবহ পরিবেশন করা হয় মুসলিম জীবনে তার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়.....'। তাই যদি হয় তবে তো সবার আগে ইংরেজীকেই হটাতে হয়; কেননা রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে যতখানি অপ্রাসঙ্গিক, ইংরেজী তো এর চেয়েও অধিক অপ্রাসঙ্গিক। আপনারাই তো সেই নগন্যসংখ্যক অনূর্ধ পাঁচ শতাংশ দর্শক, যাদের 'চোস্ত ইংরেজী ভাষা জ্ঞান কাজে লাগানোর' সুযোগ দানের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন বছরের পর বছর ডালাস আর ডাইন্যাস্টির মতোন ছবি প্রদর্শন করে। বাংলাদেশ টেলিভিশন যে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এতো হৈ চৈ, এতো সাধাসাধি করে, ঠেলেঠুলে যেমনে পারা যায়' ধরনে দরকারে বেদরকারে রবীন্দ্রনাথ ঢুকানোর অবাঞ্ছিত কসরত করে,— তা অত্যন্ত হীনমন্যতা এবং তোষামুদে পদলেহী স্বভাব; তা অবশ্যই নিন্দনীয়; তা অবশ্য পরিত্যাজ্য। আমরাও বলি, 'কেন? এদেশের যন্ত্রী বা সুরকারগণ কি সব বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে? না রবীন্দ্র-সুর ছাড়া আর কোনও সুর হতে পারে না। নজরুল কি নেই? লালন কিংবা হাছন রাজা?

আমাদের বক্তব্য হলো, বাংলাদেশ টেলিভিশন না হয় দারুণ রবীন্দ্র প্রণয়াসক্তই হলো, কাজে-অকাজে রবীন্দ্রবেদীতে অর্ঘ্যই ঢাললো, সেজন্য বাংলা ছেড়ে চোস্ত ইংরেজীতে লেখাপড়া, কথাবার্তা, চিন্তা-ভাবনা সব করতে হবে— এ যুক্তিতো সর্বাংশে বালখিল্যতা, নয়? কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কোর্ট-কাচারীতে ইংরেজী ব্যবহারের আবেদন তুলেছেন তিনি। লেখাপড়া কোন কোন ক্ষেত্রে না হয় ইংরেজীতে করতেই হলো, তাই বলে কোর্ট-কাচারীতেও ইংরেজী! জনাব পাটোয়ারী, আপনার গ্রামের সলিমুল্লা, করম আলী কিংবা সুন্দইর‍্যা যখন জোতদারের মামলায় আসামী হয়ে ইংরেজী কোর্ট-কাচারীতে গিয়ে, ফ্যালফ্যাল চেয়ে থাকবে, তখন আপনি এদের চোস্ত ইংরেজী শেখাবার দায়িত্ব নেবেন তো?

আল্লাহ সুবহানুতালা পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির প্রতি যতো ঐশীবাণী পাঠিয়েছেন, ঐ জাতির নিজস্ব ভাষায়ই পাঠিয়েছেন। কারণ, নিজ ভাষা ছেড়ে অন্য ভাষায় ধর্ম পাঠসহ কোন পাঠই কখনো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে মহৎ বলে গণ্য হয়নি। যেমন, ছিলো না ইংরেজী ছেড়ে গ্রীক, জার্মান ছেড়ে ফরাসী, তেমনি বাংলা ছেড়ে উর্দু, ফারসি কিংবা ইংরেজী। তার উদাহরণ হাতের কাছেঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এ কথাটি পৃথিবীর সব বড় মনীষীরা অকপটে স্বীকার করেছেন।

অন্য ভাষার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে; কবি যেমন বলেছেন,—'আরবী ফারছি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ/ দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ/ আরবী ফারছি হিন্দে নাই দুই মত' তেমনি আমিও ইংরেজী, আরবী কিংবা উর্দুর প্রতি ক্রুদ্ধ নই। শেক্সপিয়র কিংবা আল্লামা ইকবাল— এদের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ধাবমান বিশ্বের সাথে এগিয়ে যেতে ও নানান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের উপস্থিতি বজায় রাখতে আমাদেরও ইংরেজী আরবীসহ অন্যান্য উন্নত ভাষার জ্ঞান রাখতে হবে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজীর জ্ঞান রাখা প্রয়োজন। কিন্তু রীতিমত ইংরেজী চর্চা এতে নিজের সম্বন্ধে ভাববার হীনমন্যতা, পদলেহী মানসিকতা ও চিন্তার দেউলিয়াত্বকেই প্রকট করে তোলে।

বাংলা ভাষা চিরদিন দুঃখিনী। একদল যখন বাংলার পক্ষে দরদ দেখিয়ে বাংলাকে সংস্কৃতায়িত করার অবিরাম কোশেশ করছেন, তখনি অন্য দলটি বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে আরো একধাপ আগুয়ান হয়ে বলেই বসলেন, আর বাংলা নয় কিংবা ইংরেজীকরণও নয় বরং একেবারে সর্বস্তরে ইংরেজী চর্চা, প্রচার-প্রসার করার কথা। জনাব শিক্ষাবিদ ছাত্রদের প্রতি তার উপদেশ রেখেছেন এভাবে,— 'তোমরা ছাত্র অবস্থায় ছাত্র রাজনীতি পরিত্যাগ কর, প্রৌঢ় ও পক্ক কেশকে রাজনীতি করতে দাও...'।

পৃথিবীর আর সব দেশের ইতিহাসের মতোই বাংলাদেশেও ছাত্র তথা তরুণরাই সুন্দর, গঠনমূলক, কল্যাণকর রাজনীতির ক্ষেত্রে কাণ্ডারী হবে— সন্ত্রাসবাদী ও দলীয় রাজনীতি লেজুরবৃত্তি নয়, সে রাজনীতি হবে জাতীয় চরিত্রের রাজনীতি, যার পরিচয় জাতি— অতিতে বহুবার পেয়েছে। যদিও ছাত্র রাজনীতি বর্তমানে দুষ্টগ্রহের চক্রাবর্তে পাক খাচ্ছে তবু এ অবস্থা একদিন বদলাবে, ফিরে আসবে জাতীয় চরিত্রের কল্যাণকর ছাত্র রাজনীতি— এ আশা প্রতিটি দেশবাসীর।